সত্যে জীবন যাপন

খ্রীষ্টেতেআমার জীবনযাপনের বাস্তবনীতিমালা

"...কি যাহা কিছু কর, সকলই ঈশ্বরের গৌরবার্থে কর"
১ করিন্থীয় ১০:৩১

আমার ঈশ্বর ও পরিত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রতি আমার ভালোবাসা

০১. আমার ঈশ্বরকে আমি অবশ্যই আমার সমস্ত হৃদয়, মন ও আত্মা এবং শক্তি দিয়ে ভালোবাসবো। এটাই সর্বোচ্চ ও মহত্তম আদেশ আমার প্রতি, আর এরই মধ্যে রয়েছে অন্যসব আদেশগুলি - মার্ক ১২ঃ৩০।

০২. ঈশ্বরের সেবা করাই আমার জীবনের সবথেকে প্রধান ও প্রথম কাজ। এর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই - মথি ৬ঃ৩৩।

০৩. সর্বোচ্চ বিশ্বস্থতা ও আন্তরিকতার সাথে ঈশ্বর ও প্রভুর কাজ করার জন্য আমার অন্তরে সব সময় আকাংক্ষা থাকা উচিত - মথি ২৪ঃ৪৫-৪৭; প্রেরিত ২০ঃ২৮।

০৪. যিনি অবাধ্য ও অবিশ্বস্থদের নির্মমভাবে ধ্বংস করবেন, সেই ঈশ্বরকে আমি অবশ্যই ভয় করব - ২ থিষলনীকীয় ১ঃ৭-৯; মথি ১০ঃ২৮; ২৫ঃ৩০।

ইকলেশিয়ায় (মণ্ডলীতে) আমার উপাসনা

০৫. সাপ্তাহিক প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করে আমি বিশ্বস্থভাবে যীশু খ্রীষ্টকে স্মরণ করতে পারি। এই সহভাগীতা থেকে কোন কিছুই আমাকে বিরত রাখতে পারবে না - মথি ২৬ঃ২৬ ,২৮ পদ; ১ করিন্থীয় ১১ঃ২৩-২৬; প্রেরিত ২ঃ৪২; ২০ঃ৭।

০৬. প্রভুর ভোজ অনুষ্ঠানে আমার উচিত একটু আগে থাকতে উপস্থিত হওয়া এবং সকল কিছু ঠিক হচ্ছে কিনা তা খেয়াল রাখা, কিন্তু শিথিলতা দিয়ে খ্রীষ্টকে জানা যায় না - রোমীয় ১২ঃ১১; ১ করিন্থীয় ১৪ঃ৪০।

০৭. আমার উচিত আমার খ্রীষ্টেতে ভাই ও বোনদের সাথে উষ্ণ সমুম্বিন, বন্ধুত্বতা ও আনন্দঘন শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে নিয়মিত মিলিত হওয়া; যোহন ১৩:৩৪; রোমীয় ১২ঃ১০; ইফিষীয় ৫ঃ২; কলসীয় ৩ঃ১৪; থিষলনীকীয় ৪ঃ৯।

০৮. ইকলেশিয়ার সমস্ত অনুষ্ঠানে ও কার্যক্রমে কি বলে ও করে তা আমি অবশ্যই মনোযোগ ও সতর্কতার সাথে আনুসরণ করব।- ১ করিন্থীয় ১০ঃ৩১; ১১ঃ২৯।

০৯. আমাকে যদি কোন উপাসনা বা প্রার্থনা সভায় প্রার্থনা করতে বলা হয় তবে অবশ্যই আমি খুব বিনয়ের সাথে ও সহজ ভাষায় প্রার্থনা করব - ইফিষীয় ৬ঃ১৮; ফিলিপীয় ৪ঃ৬; কলসীয় ৪ঃ২; উপদেশক ৫ঃ২।

১০. ইকলেশিয়ার উপাসনায় যে দান তোলা হয়, সেখানে আমি উদারহস্তে প্রভুর উদ্দেশ্যে দান করব - ২ করিন্থীয় ৮ঃ১২-১৫; ৯ঃ৬-৭।

১১. ইকলেশিয়ার সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করার জন্য আমার সম্ভাব্য সব শক্তি দ্বারা ও যত্নের সাথে সচেষ্ট থাকব - ১ তীমতিয় ৪ঃ১২-১৬; ২ তীমথিয় ২ঃ১৫।

আমার ব্যক্তিগত উপাসনা

১২. আমি প্রতিদিন, অন্ততপক্ষে প্রতি সকালে ও রাতের নিজে অবশ্যই প্রার্থনা করব - লূক ১৮ঃ১; মথি ৭ঃ৭; ৬ঃ৯-১৩।

১৩. অবশ্যই আমি সব কিছুর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাব। এমনকি যে কোন সাধারণ বিষয়ের জন্য এবং প্রতিবার খাবার সময়ে ধন্যবাদ জানাব - ইফিষীয় ৫ঃ২০; কলসীয় ৩ঃ১৫-১৭; ১ থিষলনীকীয় ৫ঃ১৮; ইব্রীয় ১৩ঃ১৫।

১৪. অবশ্যই আমি প্রতিদিন গভীর চিন্তা সহকারে পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করব, এই বাক্যের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাব এবং বাক্য ভালো করে বুঝবার জন্য তাঁর সাহায্য চাইব - যোহন ৫ঃ৩৯; প্রেরিত ১৭ঃ১১; ২০ঃ৩২।

১৫. ঈশ্বরের বাক্য যদি আমার অন্তরে থাকে তবে আমি সমর্থ হব আমার কথা ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের আদর্শ অন্যের কাছে তুলে ধরতে। - ১ পিতর ৩ঃ১৫; কলসীয় ৪ঃ৬।

প্রতিটি মানুষের প্রতি আমার দায়িত্ব

১৬. ঈশ্বর আমার প্রতি যে সীমাহীন আশীর্বাদ করেছেন তা জানার পর আমি বুঝতে পারি যে, আমি কত অযাচিতভাবে এই ভালোবাসা পেয়েছি। এ জন্য আমিও সব সময় অন্যদের প্রতি ভালোবাসা, দয়া দেখানোর চেষ্টা করব, এমনকি যদি কোন ব্যক্তি অনাকাংক্ষিত হয় তবুও তাকে ভালোবাসা দান করব - মথি ৫ঃ৪৪-৪৮।

১৭. দয়ালু শমরীয়ের কথা চিন্তা করে আমিও অন্যের বিপদে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াব সব সময় - লূক ১০ঃ৩০-৩৭; ১ যোহন ৩ঃ১৭; যাকোব ২ঃ১৫-১৬।

১৮. বিশেষ করে আমার ইকলেশিয়াসহ সকল দুঃস্থ রোগগ্রস্থ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, পিতৃহীন অথবা বিধাবা সবাইকে ভালোবাসা ও সেবাযত্ন দান করব - রোমীয় ১২ঃ১৩; ২ করিন্থীয় ৯ঃ৬-৮; ইব্রীয় ১৩ঃ১৬।

১৯. আমার উচিত সব সময় ঠিকমত আমার সকল বিল পরিশোধ করা - রোমীয় ১৩ঃ৮।

২০. আমার কোন জিনিস কেউ ধার নিয়েছে কিংবা চুরি করে নিয়েছে এমন কোন জিনিস তার কাছ থেকে তা ফেরত পাবার জন্য কোন প্রকার জোরজবরদস্তি কবর না - লূক ৬ঃ৩৫।

২১. এমনকি যিনি বা যারা আমার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন আমি অবশ্যই তার বা তাদের জন্য প্রার্থনা করব। আমি সব সময় তার বা তাদের খারাপ ব্যবহারের পরিবর্তে ভালো ব্যবহার করব - লূক ২৩ঃ৩৪; মথি ৫ঃ৪৪; ১ করিন্থীয় ৪ঃ১২-১৩; ১ পিতর ৩ঃ৯; রোমীয় ১২ঃ২১।

২২. আমার প্রভুর দেখানো বহু উদাহরণ আমাকে অন্যের প্রতি জোড় খাটাতে কিংবা অন্যেও প্রতি খারাপ ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখবে - মথি ৫ঃ৩৯; ২৬ঃ৫২; রোমীয় ১২ঃ১৭-১৯।

২৩. আমার উচিত সব সময় বিনয়ী বা নম্র থাকা, এমনকি কেউ যদি গালাগালিও দেয় তবুও উচিত সব সময় নিজেকে অন্যের প্রতি খারাপ করা থেকে বিরত রাখা - ১ পিতর ৩ঃ৮-৯; ইব্রীয় ১২ঃ১৪।

২৪. আমার প্রতিদিনের বাস্তব জীবন যাপন হওয়া উচিত সৎ ও বিশ্বস্থ বা ন্যায্য। জগতের মানুষের মাঝে সব সময় সবক্ষেত্রে যে অসততা ও অন্যায্যতা দেখা যায় তেমনটি যেন কখনই আমার কোন কাজে না দেখা যায় - মথি ৭ঃ১২।

২৫. আমি যেমনটি অন্যের কাছ থেকে আশা করি তেমনি আমারও উচিত অন্যের প্রতি তেমন আচরণ করা - মথি ৭ঃ১২।

ইকলেশিয়ার ভাই-বোনদের প্রতি বিশেষ করণীয়

২৬. সব সময় আমার উচিত অন্যের ভালো বা মঙ্গল কামনা করা এবং কখনই কারো খারাপ চাইব না - মথি ৭ঃ১২; লূক ৬ঃ৪১; ১ করিন্থীয় ১৩ঃ৪-৫।

২৭. আমি কখনই একটুতে বা সহজেই অসন্তুষ্ট হবো না, কারণ সব সময় আমি এ বিষয়ে চিন্তা করব যে, ঈশ্বর আমার বড় বড় অপরাধ ক্ষমা করেছেন - মথি ৫ঃ২৩-২৪; কলসীয় ৩ঃ১২-১৪।

২৮. আমার উচিত মানুষ যখন আমাকে তিরস্কার করে তখন ধৈর্য্য ও নম্রতা ধারণ করা - ইব্রীয় ১৩ঃ২২; ১২ঃ১-১১; ২ করিন্থীয় ৭ঃ৮-১১।

২৯. আমার অবশ্যই উচিত তাকে সর্বান্তকরণে ক্ষমা করে দেওয়া, যে আমার খুব খারাপ বা অন্যায় আচরণ করেছে। আমি ক্ষমা না করা পর্যন্ত ঈশ্বরও আমাকে ক্ষমা করবেন না - মথি ১৮ঃ২১-২২ ,৩৫; ফিলিপীয় ৪ঃ৩১-৩২।

৩০. আমার খ্রীষ্টিয় জীবনে কখনই ঝগড়াঝাটি বা মারামারি ও কাউকে ক্ষতি করার মত ঘটনা ঘটবে না - যা সাধারণতঃ জগতের মানুষেরা করে থাকে - তীত ৩ঃ২; ২ তীমথিয় ২ঃ২৪।

৩১. আমার সব সময় এ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত যেন ইকলেশিয়ার কোন ভাই বা বোন আমার কোন কথা বা আচরণে আঘাত না পায় - রোমীয় ১৪ঃ১৩ ,২১; ১ করিন্থীয় ৮ঃ১৩; মথি ১৮ঃ৬।

নিজ পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আমার সম্পর্ক

৩২. যাদের সংগে আমার সম্পর্ক রয়েছে তাদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক রক্ষা করার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত। কিছু কিছু বন্দু হয়ত আমাকে সাহায্য করবে আবার কয়েকজন খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার অপরাধে আমাকে কষ্ট দেবে - ১ করিন্থীয় ১৫ঃ৩৩; ৫ঃ৬; ফিলিপীয় ৪ঃ৮।

৩৩. আমার ইকলেশিয়ার ভাই-বোনদের মধ্যেই আমার বন্ধু বেছে নেওয়া এবং প্রতি সপ্তাহে তাদের সবার সহভাগিতায় মিলিত হওয়া উচিত - ১ পিতর ৪ঃ৩-৫; ইফিষীয় ৫ঃ৬-৮; প্রেরিত ২ঃ২৪; ইব্রীয় ১০ঃ২৪-২৫।

৩৪. জগতের লোক যদিও একে খুব সাধারণ বা স্বাভাবিক বলে মনে করে তবুও আমি ব্যভিচার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকব। বিবাহের বাইরে কোন ধরনের যৌনতা ঈশ্বরের চোখে ব্যভিচার বা পাপ এবং এই অবৈধ যৌনতা আমার দেহকে অপবিত্র করে। কিন্তু এই দেহকে ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। আমার যে সব বন্ধুরা আমাকে প্ররোচিত করে তাদেরকে আমি বলব, এই ধরনের জীবন যাপনে আমি কখনই অংশগ্রহণ করব না - ১ করিন্থীয় ৫ঃ৯-১১; ৬ঃ১৩ ,১৮-১৯; ইফিষীয় ৫ঃ৩; ১ থিষলনীকীয় ৪ঃ৩; মথি ৫ঃ২৮।

৩৫. অবিবাহিত হলে যীশু খ্রীষ্টের প্রতি আমার বাধ্যতা ও পবিত্রতা এটা দাবী করে যে, আমার বিবাহ অবশ্যই প্রভু যীশুর মাধ্যমে হওয়া উচিত। অন্য কোন অবিশ্বাসীর সাথে বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া চরম বোকামী - ১ করিন্থীয় ৭ঃ৩৯; ২ করিন্থীয় ৬ঃ১৪ ।

৩৬. আমি যদি পরিবারের কর্তা বা স্বামী হই তবে অবশ্যই আমার স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও বিবেচনাসম্পন্ন হওয়া উচিত। আমার সুখ-ভোগের জন্য তাকে ব্যবহার করব না। কারণ মণ্ডলীর কর্তা বা স্বামী হয়েও যীশু নিজে তাঁর মণ্ডলীর জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন - ইফিষীয় ৫ঃ২৫; কলসীয় ৩ঃ১৯; ১ পিতর ৩ঃ৭ ।

৩৭. আমি যদি একজন স্ত্রী হই, তবে স্বামীকে আমি আমার পরিবারের কর্তা বা প্রধান হিসাবে স্বীকৃতি দান করব। ঠিক যেমনটি মণ্ডলী, কর্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বাধ্য ও অনুগত থাকে - ইফিষীয় ৫ঃ২২-২৪; কলসীয় ৩ঃ১৮; ১ পিতর ৩ঃ৭ ।

৩৮. বিবাহ বিচ্ছেদ বা ডিভোর্স কখনই বাইবেল সমর্থন করে না, কারণ বাইবেল বলে, "ঈশ্বর যাহা যুক্ত করিয়াছেন মানুষ তাহার বিয়োগ না করুক" - মথি ১৯ঃ৪-৬; ১ করিন্থীয় ৭ঃ১০-১১ ।

৩৯. আমি যদি পরিবারের পিতামাতা হই তবে, সুসমাচারের জ্ঞান-শিক্ষা অনুসারে পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা দান করে গড়ে তোলার কাজে কখনই অবহেলা করব না। তাদের সুন্দর আচরন শিক্ষা দান করব। আমার এমনভাবে আমার সন্তানদের পরিচালনা দান করা উচিত যেন তারা খুব বিরক্ত না হয়, কিন্তু আনন্দিত অবস্থায় সব কিছু শেখে - ইফিষীয় ৬ঃ৪; কলসীয় ৩ঃ২১ ।

৪০. ছেলে কিংবা মেয়ে হিসাবে আমার উচিত মা-বাবার বাধ্য থাকা। তারা খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী হোক বা না হোক, যতক্ষন পর্যন্ত না তারা খ্রীষ্টের নীতি বিরুদ্ধ কোন কাজ না করতে বলেন ততক্ষন তাদের আদেশ মেনে চলা। আমার উচিত সব সময় তাদেরকে যথাযোগ্য সম্মান করা এবং কখনই তাদের অবাধ্য না হওয়া - ইফিষীয় ৬ঃ১-২; কলসীয় ৩ঃ২০ ।

আমার প্রতিদিনের কাজ

৪১. আমি যদি কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীজীবি হই, তবে অবশ্যই আমাকে আমার কাজের সাথে জড়িত সহকর্মী ও অধীনস্থদের প্রতি সহানুভীতিশীল, ন্যায্য ও বিবেচনাসম্পন্ন হতে হবে - কলসীয় ৪ঃ১; ইফিষীয় ৬ঃ৫ ।

৪২. আমি যদি কোন ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হই, তবে অবশ্যই আমাকে অত্যন্ত বিশ্বস্থ ও পরিশ্রমের সাথে সেবাদান করতে হবে। এমনকি আমি যে বেতন ও সুযোগ-সুবিধা পাই তা যদি ন্যায্য না মনেকরি তবুও বিশ্বস্থভাবে সমস্ত কাজ চালিয়ে যাবো - কলসীয় ৩ঃ২২-২৫; ইফিষীয় ৬ঃ৫ ।

৪৩. আমার চাকরীদাতা বা প্রতিষ্ঠানের মালিকের একটি ক্ষুদ্র জিনিষও আমি নিজের জন্য ব্যবহার করব না; তার পূর্ব অনুমতি ব্যাতিরেকে আমি প্রতিষ্ঠানের একেবারে ক্ষুদ্র জিনিষটিও নিজের স্বার্থে ব্যবহার করব না - তীত ২ঃ৯-১০; কলসীয় ৩ঃ২২-২৫ ।

ইকলেশিয়ার সংগে জীবন যাপনে আমার নীতিমালা

৪৪. ইকলেশিয়ার যে সব কাজ ভালো হিসাবে প্রমানিত সেগুলি অবশ্যই আমি গ্রহণ করব - ১ করিন্থীয় ১১ঃ১; ফিলিপীয় ৩ঃ১৭; ইব্রীয় ১৩ঃ৭ ।

৪৫. প্রতিদিন ইকলেশিয়ার সুসমাচার প্রচার কাজে আমি আমার সাধ্যমত সহযোগীতা দান করব। বিশেষ করে প্রতিটি সভায় সঠিকভাবে অংশ নিয়ে আমি এটা করতে পারি। খ্রীষ্ট সম্পর্কিত যে প্রত্যাশা আমি পেয়েছি এবং যা

আমার কাছে এত মূল্যবান সে সম্পর্কে সুযোগ পেলেই আমি অন্যদের সাথে সহভাগিতা করব - লূক ১২ঃ৮; মার্ক ৮ঃ৩৮; ২ তীমথিয় ১ঃ৮।

৪৬. ভ্রান্ত বা ভুল শিক্ষা সম্পর্কে আমি সব সময় সতর্ক থাকব এবং ঐ ধরনের সব শিক্ষা আমি বাইবেলের সত্য বাক্য দ্বারা যাচাই করে দেখব - ১ থিষলনীকিয় ৫ঃ২১; ২ পিতর ২ঃ১; মথি ২৪ঃ২৪।

৪৭. সব সময়ই নেতিবাচক সমালোচনা ও অভিযোগ অনেক ক্ষতিসাধন করে। তবে এমন যদি কোন বিষয় থাকে যেটি আমি যদি অনুভব করি যে, বিষয়টি একেবারে ভুল যা আমি কখনই মেনে নিতে পারিনা বা এড়িয়ে যেতে পরি না, তবে অবশ্যই আমার উচিত ঐ ব্যক্তির সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলা। বিষয়টি তিনি যদি না শোনেন বা আমাকে অবহেলা করেন তাহলে নির্ভরযোগ্য কোন পরামর্শদাতার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করতে পারি। তারপরও যদি এর সমাধান না হয় তবে বিষয়টি আমি সমাধানের জন্য ইকলেশিয়ার সভায় রাখতে পারি - ফিলিপীয় ২ঃ১৪-১৫; মথি ১৮ঃ১৫-১৭।

৪৮. আমার মনে আমি যদি কারো প্রতি খুব রাগ বা বিতৃষ্ণা পুষে রাখি তবে, শুধু রুটি ভাঙ্গার (প্রভুর ভোজ) সহভাগিতায় মিলিত হওয়া থেকে বিরত থাকা কোন সমাধান নয়। সব থেকে উত্তম সমাধানের পথটি হচ্ছে ঈশ্বরের সাহায্য চাওয়া যেন আমার মন থেকে ঐ রাগ বা ঘৃনা/বিতৃষ্ণা দূর করে ফেলতে পারি - ১ করিন্থীয় ৪ঃ৫; যাকোব ৩ঃ১৪-১৫; ১ যোহন ৪ঃ২০-২১।

৪৯. কখনো কোন ব্যাপারে যদি কোন ভুল হয়ে যায়, তবে আমার উচিত এ বিষয়ে খোলামনে তা স্বীকার ও তার কাছে ক্ষমা চাওয়া - যাকোব ৫ঃ১৬; গীতসংহিতা ৩২ঃ৫।

৫০. ঝগড়া-ঝাটি বা মনোমালিন্য কখনো যেন আমার ইকলেশিয়াতে ঢুকতে না পারে সে দিকে আমি সজাগ দৃষ্টি রাখব। কারণ প্রভুতে আমরা সকলেই একটি পরিবারের সদস্য। এমনকি কারো প্রতি কারো যেন কোন বিরূপ মনোভাব না থাকে সে দিকেও খেয়াল রাখব - ইফিষীয় ৪ঃ২৯,৩১-৩২; কলসীয় ৪ঃ৬; তীত ২ঃ৭-৮।

৫১. ইকলেশিয়ার মধ্যে যাতে কোন প্রকার দলাদলী বা বিভক্তি না আসে বা আসলেও তার প্রতিরোধের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব, কারণ খ্রীষ্ট কি বিভক্ত হয়েছে? - ১ করিন্থীয় ১ঃ১২-১৩; ৩ঃ৩-৪; ফিলিপীয় ২ঃ১-৩।

৫২. খ্রীষ্টেতে কোন শ্রেনী, বর্ণ, গোত্রের পার্থক্য নাই। এ সব বিষয় ঈশ্বর খুব ঘৃনা করেন - গালাতীয় ৩ঃ২৮; প্রকাশিত বাক্য ৭ঃ৯; প্রেরিত ১০ঃ৩৪-৩৫; যাকোব ২ঃ৮-৯।

নিজেকে জগতের সবকিছু থেকে মুক্ত রাখা

৫৩. আমার মনের মধ্যে খারাপ চিন্তাভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করে এমন সব কিছু যেমন - খারাপ ছায়াছবি, অশ্লীল বই ও পত্রপত্রিকা অথবা এজাতীয় নোংরা আড্ডা ইত্যাদি, সব সময় বর্জন করে চলব - ফিলিপীয় ৪ঃ৮; ইফিষীয় ৫ঃ৩,৪; রোমীয় ১ঃ২৮-৩২; ১ পিতর ২ঃ১১।

৫৪. আমার কথাবার্তা কখনই ঈশ্বর নিন্দা থাকবে না ও কখনই কোন কদর্ব ভাষা ব্যবহার করব না। কারণ ঈশ্বর আমার মন ও মুখের প্রতি কথা শুনতে পান - ইফিষীয় ৪ঃ২৯; কলসীয় ৩ঃ৮; মথি ৫ঃ৩৭; ১২ঃ৩৬।

৫৫. নোংরা আড্ডা ও কুরুচিপূর্ণ আচরণ খুবই মন্দ কাজ এবং আমি অবশ্যই এগুলি এড়িয়ে চলব - তীত ৩ঃ২; ইফিষীয় ৪ঃ৩১-৩২।

৫৬. এমনকি খুব ছোট বিষয়েও প্রতারনা করা বা অবিশ্বস্থ হওয়া অন্যায়। এ জন্য আমি আমার জীবনে কখনই এগুলি আসতে দেব না - তীত ১ঃ১০; ১ পিতর ২ঃ১,২১-২২; প্রেরিত ৫ঃ১-১১; প্রকাশিত বাক্য ২২ঃ১৫।

৫৭. আমি কখনই কাউকে মামলা দিয়ে আদালতে বিচারের সামনে দাড় করাবো না। জগতের লোকেরা এভাবেই করে থাকে। খ্রীষ্টের পথে থাকার জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করা ভুল বা অন্যায় নয় - ১ করিন্থীয় ৬ঃ১-৭; মথি ৫ঃ৩৮-৪২।

৫৮. যীশু খ্রীষ্টের অনুসারী হিসাবে আমি কখনই কোন নির্বাচন কিংবা জগতের রাজনীতির সাথে জড়িত হব না। রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার অর্থ মানুষের উপর আস্থা স্থাপন করা, কিন্তু আমার আস্থা-বিশ্বাস শুধুমাত্র ঈশ্বর ও তাঁর আসন্ন রাজ্যস্থাপনের বিষয়ে - ২ করিন্থীয় ৬ঃ১৪-১৮; ১ পিতর ২ঃ১১-১২; ১ যোহন ১ঃ৬; ২ঃ১৫; যোহন ১৮ঃ৩৬।

৫৯. আমি যেহেতু শুধুমাত্র যীশু খ্রীষ্টের প্রতি অনুগত এবং আমাকে যেহেতু সকল মানুষের সংগে যতদূর সম্ভব শান্তি তে বসবাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সে জন্য আমি অবশ্যই স্বশস্ত্র বাহিনীতে যোগদান করব না বা কোন প্রকার স্বশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব না - মথি ২৬ঃ৫২; যোহন ১৮ঃ৩৬।

৬০. যীশু খ্রীষ্টের অনুসারী হিসাবে আমি কখনই কোন মন্দাত্মা শক্তি বিশিষ্ট কোন দলের সাথে কিংবা এ ধরনের কোন দলের সাথে জড়িত হব না। সারা বিশ্বের খ্রীষ্টানুসারীদের মাঝে রয়েছে অদৃশ্য এক সহভাগীতার বন্ধন, যা কখনই এই জগতের নয় - ১ করিন্থীয় ১০ঃ২০-২১; ২ করিন্থীয় ৬ঃ১৪-১৫; ১ যোহন ১ঃ৩।

৬১. আমার আত্মিক জীবন ও ইকলেশিয়ার উপাসনা সহভাগিতা ও সেবা কাজের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এমন যে কোন জাগতিক বিষয়কে প্রতিহত করব - ১ তীমথিয় ৬ঃ১০; ২ তীমথিয় ৩ঃ১-২।

৬২. অন্ধকার অবস্থা সব সময়ই খারাপ ও সকলের কাছে অগ্রহণযোগ্য। আমার মন এমনভাবে পরিচালিত করব সব সময় যেন তা পবিত্র চিন্তা ভাবনা করে এবং কখনই নোংরা বা নেতিবাচক বিষয়ে ডুবে না যায় - রোমীয় ১৩ঃ১৩-১৪; ১ থিষলনীকীয় ৫ঃ৬-৭; ইফিষীয় ৫ঃ১৮।

৬৩. দেশের ছোট বা বড় যেকোন বিষয়ে আমার যে আইন মেনে চলা উচিত সে বিষয়ে আমি সব সময় যত্নসহকারে সতর্কতা অবলম্বন করব। শুধুমাত্র যে বিষয়গুলি খ্রীষ্টের শিক্ষা বা নীতি সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সেগুলি সম্পর্কে আরও বেশি সর্তকতা অবলম্বন করব - রোমীয় ১৩ঃ১-৭; ১ পিতর ২ঃ১৩-১৪; তীত ৩ঃ১।

ঈশ্বরের সামনে আমার জীবনাচরনকে পবিত্র করে তোলা

৬৪. প্রতিটি মূহুর্তের জন্য আমি সকল ধরনের মাংসীক লোভ-লালসাকে লড়াই করে প্রতিহত করব এবং আমার চারপাশের সমস্ত খারাপ কাজ ও খারাপ চিন্তাধারা দেখে আমি কখনই হতাশ হবো না - গালাতীয় ৫ঃ১৬ ,২৪ পদ; ২ তীমথিয় ২ঃ২২; যাকোব ১ঃ৩-৪।

৬৫. রেগে গিয়ে তাড়াতাড়ী বা জোড়ে জোড়ে কথা বলা কখনই ঠিকনয়। আমার এমন অভ্যাস থাকলে অবশ্যই তা পরিবর্তন করার ব্যাপারে আন্তরিক হবো - যাকোব ১ঃ১৯-২০; উপদেশক ১৬ঃ৩২; ১৯ঃ১১।

৬৬. আমার উচিত সব সময় সত্য কথা বলা। মিথ্যা কথা বলা সত্যিই বড় অন্যায় বা খারাপ। কারণ এদন উদ্যানে সাপ যে মিথ্যা কথা বলেছিলেন তার খারাপ ফলাফল আজও আমাদের সবাইকে বহন করতে হচ্ছে - ইফিষীয় ৪ঃ২৫; কলসীয় ৩ঃ৯; প্রেরিত ৫ঃ১-১১; প্রকাশিত বাক্য ২২ঃ১৫।

৬৭. আমি প্রতিদিন যা কিছু বলি ও যা কিছু করি না কেন তা দেখে যেন অন্যরা বুঝতে পারি যে আমি যীশুর লোক এবং সব সময় আমি সতর্ক থাকব যেন কোন ভাবেই তাকে আমি অস্বীকার না করি - লূক ১২ঃ৮; মার্ক ৮ঃ৩৮; ২ তীমথিয় ১ঃ৮।

৬৮. আমার থেকে যাদের বেশি ধন-সম্পত্তি ও জিনিষপত্র আছে তাদের প্রতি আমার ঈর্ষান্বিত হওয়া বা হিংসা করা ঠিক নয় - লূক ১২ঃ১৫; মথি ৬ঃ১৯; ইব্রীয় ১৩ঃ৫।

৬৯. সব সময় আমি এই কথা বলে আমার জীবনে ঈশ্বরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা বা শাসনকে প্রকাশ করব যে, “ঈশ্বরে যদি ইচ্ছা হয়” কিংবা, “ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে” কিংবা, “ঈশ্বরের অনুগ্রহে” - যাকোব ৪ঃ১৪-১৫; উপদেশক ৩ঃ৬।

৭০. সব সময় আমি আমার জীবনের প্রভু, যীশুকে স্মরণে রাখব। বিশেষভাবে যখন কোন বিপদে বা সমস্যায় পড়ি তখন আমার উচিত নিজের কাছে এই প্রশ্ন করা যীশু আমার জন্য কি করছেন ? - ১ পিতর ২ঃ২১-২৩; যোহন ১৩ঃ১৫।

৭১. আমি সব সময় সেই সব পবিত্রতা ও ভালোগুন বা বিশুদ্ধতা অর্জনের চেষ্টা করব, যাতে স্বর্গস্থিত আমার প্রভু খুশি হন - রোমীয় ৬ঃ১৯ ,২২; ১ যোহন ৩ঃ৩; ইব্রীয় ১২ঃ১৪।

৭২. আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি যে, আমার প্রভু আবার এ জগতে ফিরে আসবেন, আমি সেই রকম বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই, যা আমাকে অন্যদের কাছে জীবন্ত সাক্ষী হিসাবে মনে হবে - মথি ২৪ঃ৪৪; ১০ঃ৩৭-৩৮; লূক ১২ঃ৩৫-৩৭; ২ পিতর ৩ঃ১৩-১৪।

ঈশ্বর কিভাবে আমাকে সাহায্য করবেন

৭৩. ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার বার বার ও সব রকমেও চেষ্টা করেও আমি কখনো খুশি হব না, আমি নিজেকে যতটা মনে করি ঈশ্বরের সাক্ষাতে আমি তাঁর চেয়েও দুর্বল - রোমীয় ৫ঃ১২; ৭ঃ১৮-২৫।

৭৪. আমি যাতে ক্রমশঃ আরো ভালো করতে পারি সে জন্য আমি বার বার ঈশ্বরের কাছ থেকে শক্তি-সাহায্য চেয়ে নেব। কারণ যারা তাঁর সাহায্য চায় তিনি তাদেরকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেন - ফিলিপীয় ৪ঃ৬ ,১৩; যাকোব ১ঃ৫-৬; ২ করিন্থীয় ১২ঃ৯; ইফিষীয় ৩ঃ১৬।

৭৫. এমনকি আমি যদি কখনো আত্মায় দুর্বল হয়ে পড়ি ও খুব খারাপ কোন পাপ করে ফেলি, তারপরেও হতাশ হব না ও নিজের উপর আস্থা হারাবো না, যে পাপ কাজ করে ফেলেছি তার জন্য যদি আমি সত্যিই দুঃখীত হই এবং আর কখনই এমন কাজ করব না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই, তাহলে অবশ্যই ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করবেন ও ভবিষ্যতে যাতে আবার এই ধরনের কাজ না করি সে জন্য আমাকে সাহায্য করবেন - লূক ১৫ঃ১১-৩২; ২ করিন্থীয় ৭ঃ১০; ১ যোহন ১ঃ৯।

Living the Truth
Practical Principles for my Life in Christ

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্

পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত
পি ও বক্স নং ১৭১১২, টালিগঞ্জ এইচ. ও., কলকাতা, ৭০০০৩৩, **ভারত**

Published by:

Christadelphian Bible Students
P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**
PO Box 17112, Tollygunge H.O., Kolkata – 700033, **India**